আইএলও গ্লোবাল জব ক্রাইসিস সামিট ২০০৯ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ভাষণ ।

সম্মানিত সভাপতি,
ডিরেক্টর জেনারেল,
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,
আসসালামু আলাইকুম ।

গ্লোবাল জব ক্রাইসিস বিষয়ক সামিটে ভাষণ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । এ সামিটে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আইএলও'র ডাইরেক্টর জেনারেল জনাব সোমাভিয়াকে কে বাংলাদেশের জনগণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । আমি আরও ধন্যবাদ জানাই সরকার, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন ২০০৯ এ বাংলাদেশকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করার জন্য ।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

মহামন্দার পর এবারই আমরা সবচাইতে ব্যাপক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা প্রত্যক্ষ করছি । এ সংকটের শুরু শিল্পোন্নতদেশসমূহে আর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে । বৈশ্বিক আউটপুট এবং বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যের উদারীকরণ সমগ্র পৃথিবীর জন্য অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহ এর মাধ্যমে কম লাভবান হয়েছে । বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের মাধ্যমে বিশ্বায়নের যে দুর্বল দিক উন্মোচিত হয়েছে তা হলো নিম্ন আয়ের দেশসমূহ এবং বিশেষ করে এলডিসিভূক্ত দেশসমূহের নাজুক অবস্থা । দারিদ্রের উপর এ সংকটের নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর জন্য পুনরায় বাণিজ্যের বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । এটি করতে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে আমাদের জীবদ্দশায় দারিদ্র নিরসনের যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি তা অপূর্ণ থেকে যাবে ।

বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল তৈরীর যে সিদ্ধান্ত জি২০ সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাই । তবে এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিকভাবে সম্পদের বন্টন । এ জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে এলডিসিভূক্ত দেশসমূহের অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা প্রয়োজন ।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক আক্রান্ত হয়েছে যদিও আমাদের গৃহীত দারিদ্র বান্ধব উন্নয়ন নীতির কারণে এর প্রভাব অনেকটাই সীমিত । আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালার লক্ষ্য হলো দ্রত প্রবৃদ্ধি, সুষম সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তার বলয় বৃদ্ধি । আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বিধবা ও দুস্থ মহিলা, নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মা, এতিম, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং অন্যান্য অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ ভাতা প্রদান । এসব কর্মসূচী শুরু হয়েছে ১৯৯৬-২০০১ সালে আমার সরকারের পুর্ব মেয়াদে । এসব কর্মসূচী আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের সাথে অনেক বেশী সংগতিপূর্ণ । আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আইএলও কয়েকটি নিম্ন আয়ের দেশের

জন্য মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তার প্যাকেজ তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রাক্কলন করেছে। বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের একটি কস্ট ইফেকটিভ (ব্যয় সাশ্রয়ী) সামাজিক নিরাপত্তার প্যাকেজ তৈরীতে আমাদের সাথে অংশগ্রহণের জন্য আমি আইএলও কে আহবান জানাচ্ছি।

ইদানীংকালে অনেক প্রবাসী শ্রমিক তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে আমরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা একটি প্রবাসী ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছি যাতে করে বিদেশগামী শ্রমিকরা বিদেশে গমনকালে এ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরও তারা ব্যবসা কিংবা অন্য কোন কাজের জন্য এ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ নিতে পারবে। আমরা আশা করছি যে, এ সকল পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে সমতা এবং নমনীয়তা আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। আমাদের পাশাপাশি এশিয়াতে আরও অনেক শ্রমিক প্রেরণকারী দেশ রয়েছে যারা প্রবাসী শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কল্যান ও অধিকারের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এসব দেশের একসাথে কাজ করতে হবে।

এ লক্ষ্যে আমি প্রবাসী শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমিক প্রেরণ ও গ্রহণকারী উভয়দেশের শ্রম শ্রমমন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরী করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। আইএলও এর শোভন কাজ (decent work) এজেন্ডা এবং ত্রি-পক্ষীয় অংশীদারগণের সম্মতির মাধ্যমে গৃহীত জব বেজড গ্লোবাল এজেন্ডা তৈরীর উদ্যোগ আমাদের সবার সমর্থনযোগ্য। এ উদ্যোগ অসমাপ্ত থেকে যাবে যদি না তা এলডিসিভূক্ত দেশের সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে। আমি আশা করি এ বিষয়ে আপনারা একমত হবেন যে, এ সংকট থেকে উত্তরণ বা এ ধরণের সংকট এড়ানোর একটি উপায় হলো কর্মসংস্থান-কেন্দ্রিক উন্নয়ন। বাংলাদেশের সংবিধানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, - কাজ হলো অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। রাষ্ট্র এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করবে যেখানে শ্রমের মাধ্যমে মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব। বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৫ এবং ২০ এর বিধানসমূহ আমাদের এ বিশ্বাসের সংগে সংগতিপূর্ণ যে, মানুষ, সামাজিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন যন্ত্র নয়।

সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, এ সময়ের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব তা অনেকখানি নির্ভর করছে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর। আমাদের পলিসি এবং পার্টনারশীপকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন তা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সমতা এবং ন্যায় বিচার অর্জনের পথে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে চালিত করতে পারে। গ্লোবাল জব ক্রাইসিস সামিট এবং আইএলও এর ৯০ তম বার্ষিকীতে আসুন আমরা আবারও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই সবাই মিলে একত্রে সমতা এবং ন্যায় বিচার ভিত্তিক একটি বিশ্ব গড়ব।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।